26

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 APR 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর সমস্যা

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর গম-চাউল উত্তোলন ও বিতরণের দায়িত্ব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিগণের। এজন্য প্রতি ১০০ কেজিতে ১৮৫/- টাকা হারে পরিবহন ভাড়া নির্ধারিত আছে। অতিরিক্ত খরচ হইলে তাহা বস্তা বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়া মিটাইতে বলা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ঘটে ভিন্ন। শিক্ষা অফিসের ছাড়পত্র, খাদ্য অফিসের ডি,ও, গুদাম অফিসের টোকেন পাইতে এবং গুদামের মুটে খরচ দিতে যে অনির্ধারিত খরচ মোকাবিলা করিতে হয় তাহাতে আয়-ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না। ২/১ মাসে বস্তার এমন ছেড়াফাটা অবস্থা হয় তাহা অবিক্রীত থাকিয়া যায়। তাহাছাড়া প্রতি মাসেই স্কেল ও হাতদাড়ির ওজনে বাধ্যতামূলক ঘাটতির খেসারত সভাপতিকে দিতে হয়। সুবিধাভোগী পরিবার বাছাই করিতে সন্ত্রাসী ও মাস্তানদের সুপারিশ মানিতে হয়। তাহা না হইলে মান থাকে না, জান বাঁচে না। আবার বঞ্চিতরা গোস্বা হইয়া দরখাস্ত করিলে দুর্নীতি দমন বিভাগের হয়রানি পোহাইতে হয়। এদিকে পরিবহন বিলের সরকারী টাকা পাইতে বৎসর গড়াইয়া যায়। অবশেষে হিসাব রক্ষণ অফিসকে ৫% ও ভাউচার সমন্বয়কারী অফিসকে ৫% দাবী মিটাইয়া ব্যাংকের নাগালে পৌছাইতে হয়। ফলে সভাপতিদের অবস্থা দাঁড়ায় সেই প্রবাদের মত 'ভিক্ষায় কাজ নাই, কুকুর ঠেকাও'। অবশ্য দপ্তর খরচ বাবদ সরকার আরও ৩০০/- টাকা অনুদান প্রদান করেন। কিন্তু সাধারণতঃ এই খরচ ও ভাউচার প্রস্তুত প্রধান শিক্ষকগণ করেন। সভাপতিদের তাহাতে হাত থাকে না। এমতাবস্থায় ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, লেখাপড়া হইতে ঝরিয়া পড়া রোধ করিতে গিয়া সমাজের কিছু সম্মানিত ব্যক্তি, যাঁহারা সভাপতির দায়িত্ব পালন করিতেছেন, তাঁহাদের দুর্নীতিতে জড়াইতে বা অপমানিত হইতেছে। এই সমস্যা বিশেষ কোনও এলাকার নহে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে সর্বত্র এরূপই ঘটিতেছে। তাই শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীকে অনির্ধারিত ব্যয়মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সেই সঙ্গে প্রস্তাব দিতেছি, ঝরিয়া পড়া রোধ করিতে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর পরিবর্তে আর্থিক অনুদানে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে টিফিন দিবার ব্যবস্থা করা হউক। তাহাতে স্কুলের প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণ আরও বাড়িবে এবং তাহারা ভিক্ষুকসুল প্রবৃত্তির প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবে।

—জনৈক ভুক্তভোগী